अमर चित्र कथा

नं- 294 ₹- 4.00

दुर्गेशनन्दिनी

Indraind.blogspot.in

উনিশ শতকের আগের ভারতীয় সাহিত্যিকরা তাঁদের রচনার মৌলিক উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে একান্তভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের উপরই নির্ভরশীল ছিলেন।

প্রখ্যাত বাঙালী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই প্রথম উপলব্ধি করেন যে ইতিহাস থেকেও উপন্যাস রচনার মূল্যবান সামগ্রী সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি প্রথমে বাংলা ভাষায়ই লেখা হয়েছিল, পরে অবশ্য অন্যান্য বহু ভাষায় সেগুলির অনুবাদ হয়েছে। তাঁর লেখা উপন্যাসের চরিত্র তাদের ভিতরে ও বাইরের আচার আচরণ ও মানসিকতায় খাঁটি ভারতীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর উপন্যাসের নারী চরিত্র যথেষ্ট শক্তিময়ী অথচ সেজন্য নারীসুলভ কোমলতার অভাব কোথাও তাদের মধ্যে দেখা যায়নি। অপর পক্ষে পুরুষেরা এমন কি "গুরুদেব" ব্যক্তিরাও সে তুলনায় নিষ্প্রভ এবং দুর্বল।

এই চিরকথা তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "দুর্গেশ-নন্দিনীর" সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত রূপান্তর।

ভাষান্তর — সত্যব্রত বসু
বর্ণলিপি — সুদেশ বন্ধু সরকার।

উচ্চারণ
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০০৭৩

© IBH Publishers Pvt. Ltd., Bombay 400 026.
All rights reserved.

Published by H.G. Mirchandani for IBH Publishers Pvt. Ltd., 22, Bhulabhai Desai Road, Bombay 400 026 and printed by him at IBH Printers, Marol Naka, Mathuradas Vissanji Road, Andheri (East), Bombay 400 059.

Editor: Anant Pai **Associate Editors : Kamala Chandrakant. Subba Rao**
Script: Debrani Mitra and Meera Ugra **Artworks : Souren Roy**
Art Consultant: Ram Waeerkar **Production: Govind Kotwani**

* পশ্চিমবঙ্গের শহর।

ঘোড়া থেকে নেমে, ঘোড়াটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে যুবকটি মন্দিরের দিকে ছুটে গেল।
কে - কে আপনি?
ভয় পাবেন না! আমি যতক্ষণ এখানে আছি আপনারা নিরাপদ। আমি একজন রাজপুত।
ধন্যবাদ মহাশয়। আমরা এখানে শৈলেশ্বরের পূজা দিতে এসেছিলাম। আমাদের অনুচররা নিশ্চয়ই অন্য কোথাও আশ্রয় নিয়েছে।
প্রবীনা যখন কথা বলছিল, তখন যুবকটির চোখছিল নবীনাটির দিকে।
একি অপ্সরা?.... পরী... নাকি এক দেবকন্যা...?

শেষপর্যন্ত ঝড় যখন থামল—
আসুন আপনাদের বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি
ধন্যবাদ মহাশয়। কিন্তু আমার প্রভু এই মেয়েটির বাবা যখন জানতে চাইবেন কে আমাদের পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কি বলব?
আপনি তাঁকে বলবেন আপনাদের পথ প্রদর্শক সঙ্গী ছিলেন রাজা মান সিংহের পুত্র, অম্বরের রাজকুমার জগত সিংহ।
হে, ভগবান! ইনি সত্যই কি তিনি?
ঠিক তখনই—
ঐ যে! কথা শুনছি। মনে হয় আমাদের অনুচরেরা ফিরে এসেছে
আমার সঙ্গে আপনাদের যে এখানে দেখা হয়েছে দয়াকরে সে কথাটা বলবেন না
আমরা বলব না রাজকুমার
আপনারা চলে যাবার আগে...
যাদের সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ পেলাম তাঁদের পরিচয় কি জানতে পারি?
না মহাশয়, ঠিক এখনই নাইবা জানলেন। তবে.....

পঞ্চকাল পরে কোথাও যদি আমার সঙ্গে দেখা করেন তখন হয়ত...

দেখা করতে পারব। ঠিক এইখানে! যদি দেখা না হয় তবে মনে করবেন আমি আর নেই।

বিমলা! তোমরা কি ভিতরে আছ?

হ্যাঁ আছি। আমরা আসছি। অপেক্ষা কর।

হে দেবলোকবাসিনী সুন্দরী, বিদায়! আবার কি তোমার দেখা পাব?

তাকে আমাদের পরিচয় কেন দিলে না বিমলা?

একে একে সব তোমাকে বলব...

তিলোত্তমা যে কক্ষে তার চৌদ্দটি বছর কাটিয়ে দিয়েছে সেই কক্ষেই সে ফিরে এল। কক্ষটি আগে যা ছিল এখনও তাই আছে, কিন্তু তিলোত্তমা আর সে তিলোত্তমা নেই। বিমলা জানে কেন।

ACK 294 BENG-4

ইতিমধ্যে জগতসিংহ বর্ধমানে তাঁর পিতার শিবিরে পৌঁছে গেছে।

জগত সিংহ আমাদের জানাল যে কতলু খাঁ উড়িষ্যা থেকে ৫০,০০০ সৈন্য নিয়ে বাংলার সীমানায় ঢুকে পড়েছে।

সে হয় দুর্গ দখল করে নিচ্ছে নতুবা দুর্গ তৈরী করে নিচ্ছে। এখন মান্দারনের কাছে ধরপুরে ছাউনি ফেলেছে।

কিন্তু সৈয়দ খাঁ সসৈন্যে আমাদের সঙ্গে যোগ না দেওয়া পর্যন্ত আমরা ত কিছু করতে পারিনা

পারি, আমরা পারি এই সব আক্রমন বন্ধ করে দিতে। আমার মত হল ছোট একটা সৈন্যদল পাঠান

মহারাজ আপনার অনুমতি পেলে আমি পাঁচ হজার সৈন্য নিয়েই কতলু খাঁকে হটিয়ে দিতে পারি।

মিথ্যা অহঙ্কার!

কথা দিয়ে ভুলাতে চাইছে কাকে?

সাবাস্! আমার ধারনা ছিল দশ হাজার সৈন্য দরকার। তুমি বলছ মাত্র পাঁচ হাজার। তুমি এগিয়ে যাও।

কয়েকদিন পর গড় মান্দারনে–

রাজা বীরেন্দ্র সিংহ তুমি কি জানো মুঘল আর পাঠানের মধ্যে খুব শীঘ্রই একটা ভীষন যুদ্ধ শুরু হচ্ছে?

হ্যাঁ, জানি গুরুদেব! কিন্তু আমি নিরপেক্ষ থাকতে চাই।

তোমার সৈন্য সংখ্যা খুবই কম, নিরপেক্ষ থেকে তুমি রক্ষা পাবেনা।

আমার কোনো দলের প্রতি ঝোঁক নেই। কিন্তু আপনিও জানেন যে মান সিংহের দলে আমি কখনই যোগ দেব না। যোগ দিতে হলে বরং পাঠানেই দেব।

তুমি তাহলে পাঠানের দলেই যোগ দিচ্ছ?

যোগ দিতাম, তবে কতলু খাঁর ধৃষ্টতার জন্যই দিই নি।

তার দলে যোগ না দিলে আমাদের আক্রমন করবে বলে শাসিয়েছে। আমি শাসানি পছন্দ করিনা।

তারপর?

তার দলে যোগ দিতে আমি অস্বীকার করেছি।

ACK 294 BENG-6

এক সপ্তাহ পরে, শৈলেশ্বর মন্দিরে—

আজকি আমি জানতে পারি কে আমার দাড়িয়ে আছেন আর সেই নবীনাটি কে?

আমি বিমলা আর তিনি হলেন দুর্গেশ নন্দিনী তিলোত্তমা, গড় মান্দারনের রাজা বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা।

রাজা বীরেন্দ্র সিংহ! আমার বাবার পরম শত্রু! ওহ্ না!

আর একটিবার কি তার সঙ্গে দেখা হতে পারে বিমলা? সম্ভব?

খুবই শক্ত কাজ... যদি না....

...আপনি আমার সঙ্গে দুর্গে আসেন। আজই রাত্রে!

দুপুর রাত্রে? চোরের মতো?

এছাড়া আর কোনো উপায় নেই রাজকুমার। আপনি হবেন আমার অতিথি, দুর্গে আমার একটা আলাদা সম্মান আছে।

জগতসিংহ এবং বিমলা যখন গড় মান্দারনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল—

বিমলা আমার সন্দেহ হচ্ছে তুমি সাধারণ পরিচারিকা নও।

ফুস্! পায়ের শব্দ!

আমার মনে হয় কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে। এখানে অপেক্ষা কর আমি দেখে আসি।
চারদিক দেখে নেবার জন্য সে একটা গাছে উঠল।
তারপর–
খানিকটা দূরে দুটো লোকের মাথার পাগড়ি দেখলাম। তুমি কি দুর্গ থেকে দুটো বল্লম আমাকে এনে দিতে পার?
নিশ্চয়ই পারি।
বিমলা তাড়াতাড়ি দুর্গের দিকে ছুটে গিয়ে একটা গোপন পথে ভিতরে ঢুকে পড়ল...
...এবং দুটো বল্লম নিয়ে ফিরে এল।

এই নিন
বাঃ… ধন্যবাদ।
ও আর জাগবে না!
ঐ দেখুন ওর পাগড়ির কাছে একখানা চিরকুট!
পত্র বাহকের কথামত কাজ কর। – কতলু খাঁ।
আমার প্রভু কতলু খাঁর দলে যোগ দিতে অস্বীকার করেছেন। তাই হয়ত খাঁ তাঁর উপর প্রতিশোধ নেবার মতলব এঁটেছে। তাড়াতাড়ি চলুন।

চিন্তা কর না, আমি যতক্ষণ এখানে আছি ততক্ষণ কিছু হবে না।
বিমলা জগতসিংহকে তিলোত্তমার কক্ষে নিয়ে গেল।
ঐ যে সে!
দুর্গেশনন্দিনী!
জগতসিংহকে তিলোত্তমার কাছে রেখে....
...বিমলা ছাদে চলে গেল।
এর সঙ্গে বেশ মানাবে। এবার বীরেন্দ্র সিংহকে রাজী করাতে হবে।
চিৎকার করনা সুন্দরী! আমি কতলু খাঁর ভাইপো ওসমান খাঁ এবং তার ডান হাত।
হে ভগবান!
ও! কিন্তু দুর্গে এলে কি করে?
গোপন দরজাটা আমার জন্য তুমিই খোলা রেখেছিলে।

এবার আর একটু অনুগ্রহ কর। দয়া করে ঐ চাবিটা আমাকে দাও।
এবার আমার কাজটা সেরে-ফেলি...
...তোমাকে বেঁধে রাখছি। আমার সৈন্য-সব এখানে এসে যাবে।
বিমলাকে ছাদের আলিশার সঙ্গে বেঁধে রেখে, ওসমান খাঁ, গোপন দরজাটা খুলে দিলে তার সৈনরা দুর্গে ঢুকে পড়ল।
বিমলা ইতিমধ্যে নিজেকে বাঁধন মুক্ত করে বীরেন্দ্র সিংহের কামরার দিকে ছুটে গেল।

কিন্তু পাঠানরা এরই মধ্যে তাঁকে কাবু করে ফেলেছে।

হায়রে! অনেক দেরী হয়ে গেছে।

বিমলা তিলোত্তমার কামরার দিকে ছুটলেন

পাঠানরা দুর্গ দখল করে ফেলেছে আর রাজা বীরেন্দ্রকে বন্দী করেছে। তারা এখানে আসার আগেই আমাদের পালাতে হবে।

তিলোত্তমা! তিলোত্তমা!

ও অজ্ঞান হয়ে গেছে।

বিমলা, তাড়াতাড়ি তুমি ওকে ধর।

ওকে কোলে করে নিয়ে আমার সঙ্গে বেরিয়ে এস। যত তাড়াতাড়ি পারি আমি পাঠানদের শেষ করছি।

জগৎ সিং নিজেও একজন সেরা যোদ্ধা।

কিন্তু একজনকে ধরাশায়ী করার পরক্ষণেই ...
... আরো দশজন এসে ঢুকল, এবং ...
..তখনই
ওকে মেরে ফেলনা! জীবন্ত অবস্থায় ওকে দরকার।
এবার মহিলাদের খুঁজে বার কর।
কিছুক্ষণ পরে —
ওরা এই পালঙ্কের নীচে লুকিয়ে আছে। দেখুন!
বিমলা তিলোত্তমাকে নিয়ে বেরিয়ে এল।
ভয় পেয়োনা, আমার কাছে তোমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ।
বীরেন্দ্র সিংহ, বিমলা, তিলোত্তমা এবং জগত সিংহকে কতলু খাঁর জয় করা কাছাকাছি একটা দুর্গে নিয়ে যাওয়া হল।

BENG-13

কয়েকদিন পর...
স্বামী! প্রভু!
স্বামী?
প্রেয়সী বিদায়।
আপনার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবই।
ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন।
চলে এসো। চলে এসো।
তুমি চলে যাও বিমলা!
ওরা তোমার মাথা কেটে ফেলবে আর আমি তা দেখব। ওতে আমার মন শক্ত হবে.. আমাকে নিষ্ঠুর হতে শেখাবে...
ঘাতকের কুঠার যখন হতভাগ্য বীরেন্দ্র সিংহের উপর পড়ল, তখন কিন্তু বিমলা একবারও চোখের পাতা বন্ধ করল না, এক ফোঁটা চোখের জলও ফেললনা।

তারপর সে যখন তার আবাস কক্ষের দিকে যেতে শুরু করল তখন ওসমান তাকে অনুসরণ করল।

আমি দুঃখিত, আমি জানতাম না যে আপনি রাজা বীরেন্দ্রর স্ত্রী।

যাই হোক, আমিই আপনার সব দুঃখের মূল কারণ।

বেন, দয়া করে এই আংটিটা নিন।

কতল খাঁর জন্মদিনে সন্ধ্যাবেলা এই খানে চলে আসবেন এবং ঠিক এইরকম একটা আংটি হাতে যাকে দেখতে পাবেন তাকে এটি দেখাবেন। সে আপনার জন্যে এখানে অপেক্ষা করবে।

...এবং আপনাকে এই দুর্গের বাইরে নিয়ে যাবে।

পরে বিমলা, তিলোত্তমাকে যেখানে রাখা হয়েছে সেই কামরায় ঢুকে পড়ল।

বিমলা, কী হয়েছে? তোমাকে... এমন দেখাচ্ছে কেন? বল... আমাকে বল!

না রাজা আমার কিছু হয়নি...

boiRboi.blogspot.in

তবে আমার চারদিকে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে।
এই একটু আগে কতলু খাঁ আমার স্বামীর মাথা কেটে ফেলেছে।
তোমার স্বামী?
সে অনেক কথা। স্বয়ং গুরুদেবই হলেন আমার বাবা।
আমার মা ছিলেন ছোট জাতের ঘরের মেয়ে, আমি মার গর্ভে থাকাকালীনই বাবা তাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হন।
" আমি বড় হয়ে উঠলাম, আমার মা মারা যাবার পর আমি বাবার কাছে গেলাম। তিনি তখন দিল্লীতে।
" এবং সেখানে বাবার এক সুদর্শন ছাত্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিন বছর পর তাহার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়।

তবে সেটি ছিল গোপন বিবাহ, কারন আমার স্বামীর প্রথম পক্ষের একটি মেয়ে ছিল।
গুরুদেব তো জানেন আমার একটি মেয়ে আছে, বিমলার বিয়ের কথা যদি জানাজানি হয় ও মেয়েকে কে বিয়ে করবে।
বিমলা তাই আমার মেয়ের সঙ্গিনী হিসেবে আমার সাথে যাবে।
কি... কিন্তু...
আমি রাজী আছি বাবা।
তাই আমার বিয়ের কথা গোপনই রয়ে গেছে তিলোত্তমা।
কিন্তু...এত বছর ত তুমি আমাদের সঙ্গেই থেকেছ! তোমার স্বামী কে বিমলা? আমি কি তাকে চিনি?
হ্যাঁ তুমি তাঁকে চেন! আমার স্বামী হলেন... ছিলেন.. তোমার বাবা তিলোত্তমা!
তোমার স্বামী... আমার বাবা...ও... হে... বিমলা!
মনে বল রাখ, বাছা আমার...ওহ্, বেচারা!

Indrajal Blogspot.in

আমরা জানতে পেরেছি যে, আপনার পিতা আমাদের মোঘল শাসনাধীনে আনার জন্য আক্রমন করার মতলব আঁটছেন।
আমার বিশ্বাস তিনি করবেনও।
তার ফল হল রক্তক্ষয় এবং আপনার নিশ্চিত মৃত্যু! আমাদের সঙ্গে সন্ধি করার জন্য আপনার পিতাকে রাজী করান না কেন?
মুঘলরা শুধুমাত্র উড়িষ্যা ত্যাগ করুক আমরা বাংলা ছেড়ে চলে যাব।
ওসমান, আমি রাজপুত। পিতাকে সম্রাটের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলতে পারি না।
তাঁর প্রস্তাবে আপনি যদি রাজী না হন, তবে আপনাকে অন্ধকার কারাগারে বন্দী করে রাখার জন্য কতলু খাঁ আমাকে আদেশ দিয়েছেন।
তাই করুন, সেটাই সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা। এত আরাম-দায়ক ঘর বন্দীকে মানায় না।

একদিকে বিমলা তার ফন্দি আঁটা নিয়ে ব্যস্ত, কতলু খাঁর জন্মদিনে—

তিলোত্তমা এই আংটিটা নিয়ে তুমি জেনানা মহলের বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, কি এমনি একটা আংটি হাতে একজন লোক তোমার কাছে আসবে...

... তাকে এই আংটি টা দেখালে সে তোমাকে দুর্গের বাইরে নিয়ে যাবে। গুরু দেব তোমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করবেন।

কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কি? এতসব গয়না পোশাক পরে সেজেছ কেন?

তুমি কি জানো যে আজরাতে বিরাট রকম উৎসবের আয়োজন হয়েছে? আমি কতলু খাঁর কাছে যাচ্ছি। সে যদি তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে তবে বলব তুমি পরে আসছ।

এই বস্তুটির ছোট্ট কাজটা শেষ করেই আমি গুরুদেবের ঘরে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব।
একি, মা! খুব সাবধান!
বিমলা চলে যাবার পর —
মা বলেছে এই আংটিটাই আমাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করবে। কিন্তু তাঁর কী হবে?
আমার জন্যই কি আজ সে কারাগারে বন্দী? হয়ত.... হ্যাঁ, তাই...
প্রায় মধ্যরাত্রে তিলোত্তমা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
ওসমান খাঁর লোক বাইরে তার সঙ্গে দেখা করল।
ঠিক আছে, মখশয়া আপনি কোথায় যেতে চান?
আমাকে দয়াকরে কুমার জগত সিংহের কাছে নিয়ে চল।

BENG-21

কে...
কে ওখানে?
ও, তুমি! বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা! তুমি কেন এখানে এসেছ?
ইনি কি আমকে ভুলে গেলেন? আমার নাম?
তুমি ভুল কামরায় ঢুকে পড়েছ। দয়া করে বেরিয়ে যাও।
ও...ওহ... হে ভগবান!
পরক্ষনেই তিলোত্তমা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

BENG-22

প্রহরী, প্রহরী?

আদেশ করুন?

তুমি নবাব কন্যা আয়েষাকে বলতে এখানে আসতে, এই মহিলাটি অজ্ঞান হয়ে গেছে।

একটু পরেই আয়েষা কামরায় এসে ঢুকল।

বলুন রাজকুমার

ইনি কে?

ইনি তিলোত্তমা... মানে বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা।

কিছুক্ষণ পরে, তিলোত্তমা চোখ মেলে চাইল।

ওহ... আমি... আমি এখন সুস্থ আছি। আমাকে যেতে দিন!

স্-স্-স্! আর একটাও কথা নয় বোন, আপনার বিশ্রাম দরকার।

indrajal.blogspot.in

নবাবের বন্দীর কাছে তার কন্যার উপস্থিতির কারনটা জানতে পারি কি? আর এরকম একটা অশোভন মুহূর্তে?
এ প্রশ্ন করার অধিকার একমাত্র নবাবেরই আছে।
নবাবের সেনাপতি হিসাবে এ কৈফিয়ৎ চাইবার অধিকার আমার আছে।
তবে শুনে রাখ, বন্দী আমার প্রানেশ্বর।
এবং আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ না করা পর্যন্ত অন্য কোনো পুরুষের স্থান সেখানে হবে না। কথাটা বুঝতে পেরেছ?
কিন্তু পরক্ষনে আয়েষা শান্ত হল।
আমাকে ক্ষমা করভাই, আমাকে বলতে বাধ্য না করলে আমি কখনই আমার মনের এ গোপন কথা প্রকাশ করতাম না।
আয়েষা কামরার বাইরে চলে গেল এবং সমান ও তাকে অনুসরন করল।

এদিকে কতলু খাঁর দুর্গপ্রাসাদে—
বাহ্, বিমলা! তুমি মনমোহিনী।
ঈঈ– ঈঈঈ– ঈঈঈ
বিমলা তখন ছুটে বেরিয়ে এল।
মুগলরা দুর্গে ঢুকে পড়েছে! তারা নবাবকে আক্রমণ করেছে।
!!
মনের আতঙ্কে রক্ষীরা ফটক খোলা রেখেই ভিতরে ছুটে গেল। বিমলা বাইরে বেরিয়ে গেল।
এবার আমি গিয়ে তিলোত্তমা আর বাবার সঙ্গে যোগ দেব।
ইতিমধ্যে মৃত্যুপথযাত্রী নবাব জগত সিংহকে ডেকে পাঠালেন।
অতীতের কথা... ভুলে... আমাকে... ক্ষমা... করুন।

ACK294 BENG-27

কয়েক মাসের মধ্যে মুঘল সম্রাটের প্রতিভূ হিসাবে মান সিংহের প্রতিনিধিত্বে পাঠান এবং মুঘলদের মধ্যে একটা সন্ধি হ'ল।
জগত সিংহ ও তিলোত্তমার মিলন ঘটল বিয়ের মধ্য দিয়ে।
তাদের বিয়ের দিনে আয়েষার উপহার ছিল অমূল্য মণিরত্নে ভরা একটি পেটিকা।
এগুলি সুন্দর, সত্যিই সুন্দর বোন। তোমাকে ধন্যবাদ!
তোমি আজ যে রত্ন পেলে তার সঙ্গে এদের কোন তুলনাই হয়না।
স্নেহভরা বিদায় অভিনন্দনের পর আয়েষা গড় মান্দারন ছেড়ে গেল।
এখন আমার এই একটি মাত্র গয়নাই আছে...এই বিষভরা আংটিটা।
আমার আর এর কোন দরকার নেই, আমি জগত সিংহ আর তিলোত্তমার সুখের মধ্যে আমার শান্তি আর সুখ খুঁজে পেয়েছি।
আয়েষা ধীরস্রোতা দুর্গ পরিখার জলে আংটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

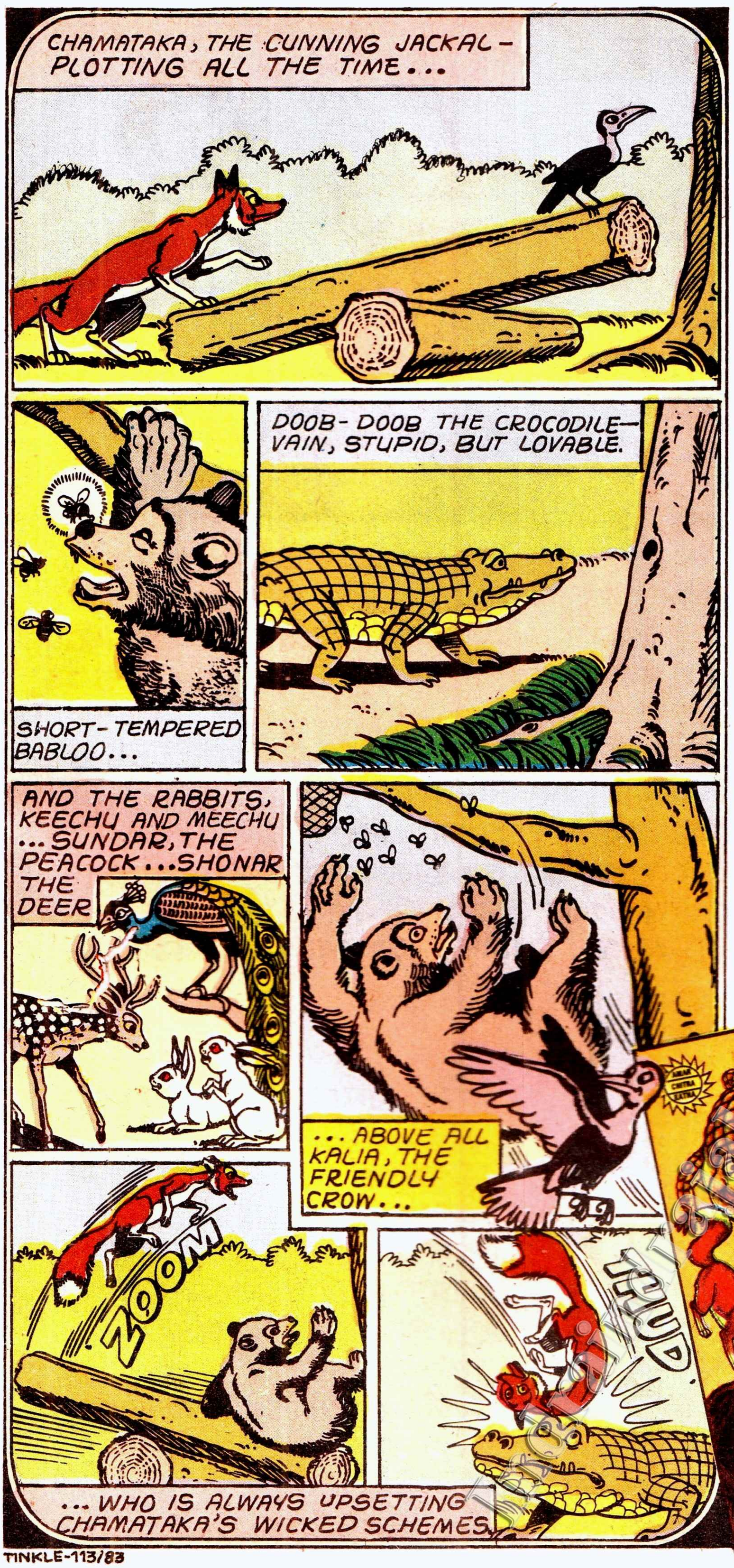

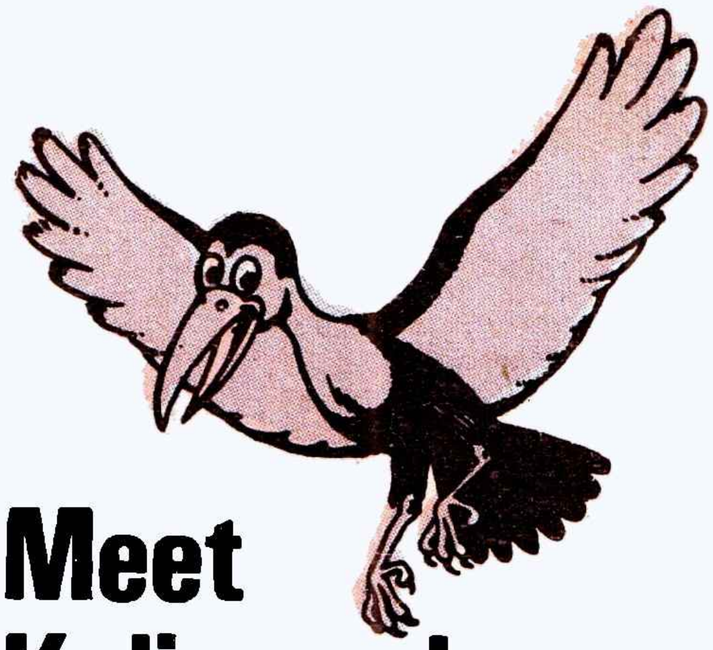

TINKLE-113/83

Meet Kalia and his gang in A TINKLE COLLECTION OF Adventures of Kalia The Crow

64 pages • Rs.10

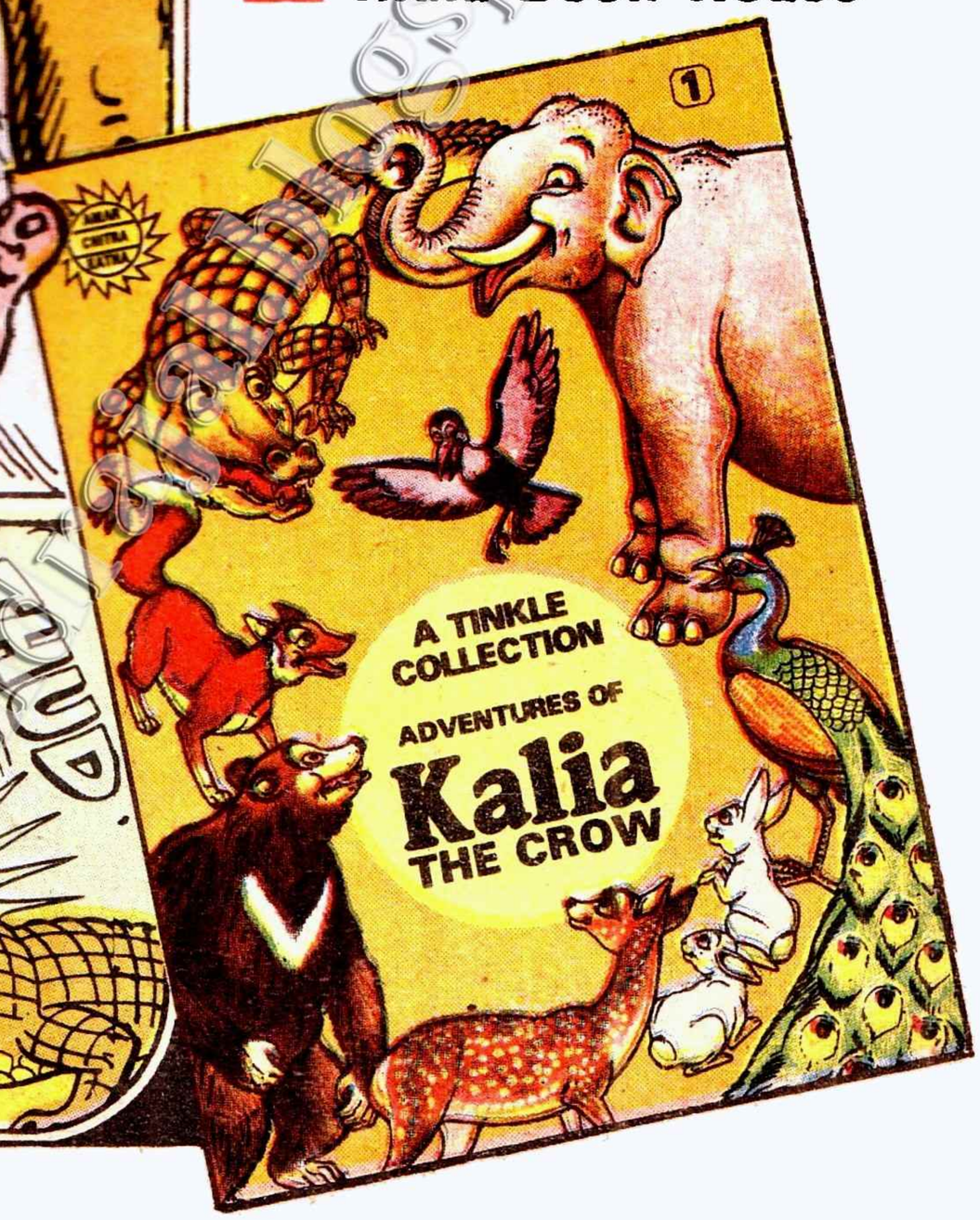

IBH Distributed by :
India Book House

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

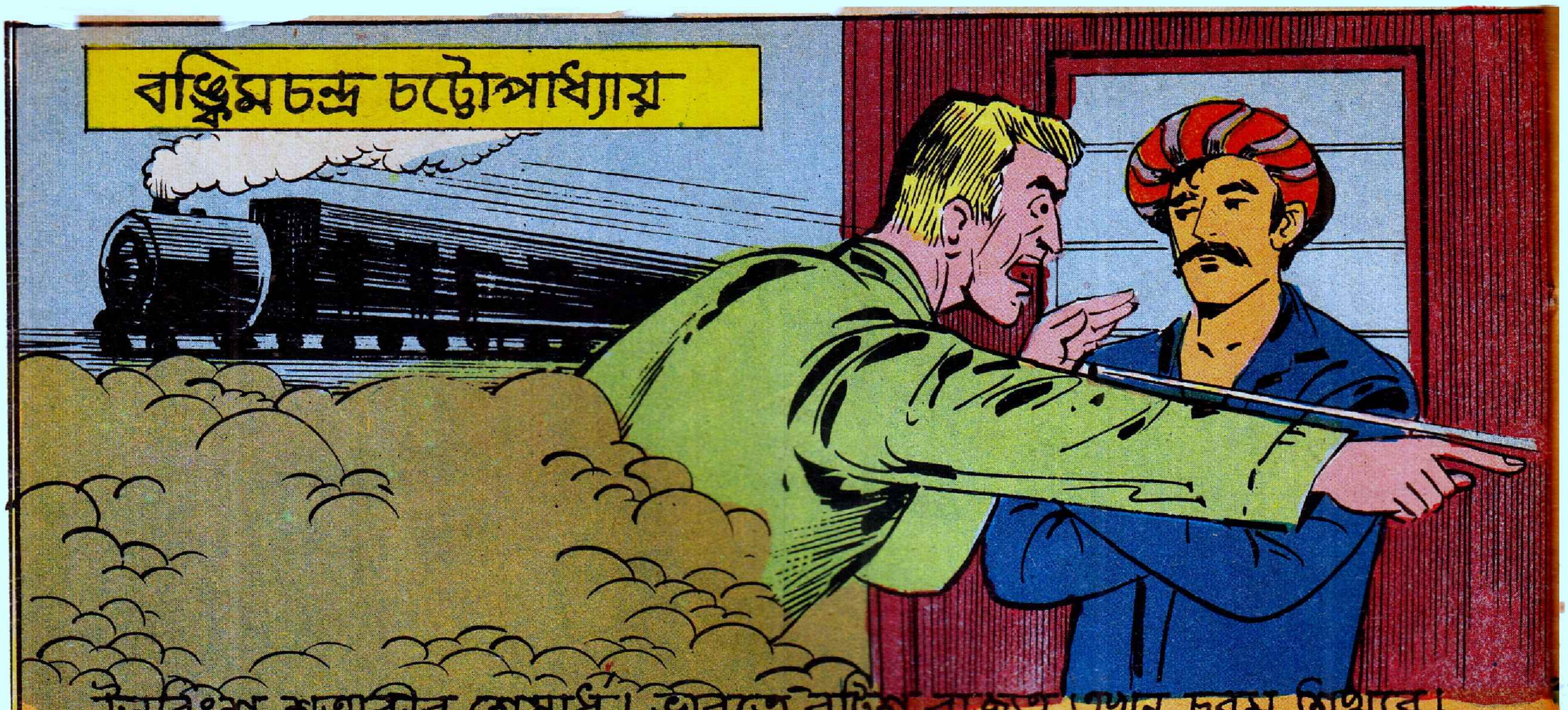

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ। ভারতে বৃটিশ রাজত্ব তখন চরম শিখরে। কয়েকটি ইংরেজ এক রেলগাড়ীতে ক'রে ফূর্তি করতে করতে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাদের একজন দেখতে পেল যে তাদেরই কামরায় একটি বাঙালী যুবক। সে টলতে টলতে তার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "আস্পর্ধা তো কম নয়, আমাদে[র] কামরায় উঠেছিস! বের হ শীগগির!" ধাক্কা দিয়ে তাকে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেয় আর কি!

যুবকটি একটুও না ঘাবড়ে ঘুরে দাঁড়াল। ইংরেজটির দিকে সরাসরি চেয়ে দৃঢ়-শান্ত গলায় বলল, "চলন্ত ট্রেন থেকে কি ক'রে নামতে হয় নেমে দেখিয়ে দাও যদি, আমিও তারপর নেমে যাব। দরকার হয়তো ধাক্কা দিয়ে সাহায্য করতে পারি।"

ইংরেজটিতো দারুণ চমকে গেল। একজন ভারতীয় যে এভাবে জবাব দিতে পারে, তা ছিল তার ধারনারও বাইরে। এখন তার যে কি করা উচিত, কিছু ভেবে না পেয়ে বিড়বিড় ক'রে ক্ষমা চেয়ে বসল, আর টলমল করতে করতে তার বন্ধুদের কাছে ফিরে [গেল।]

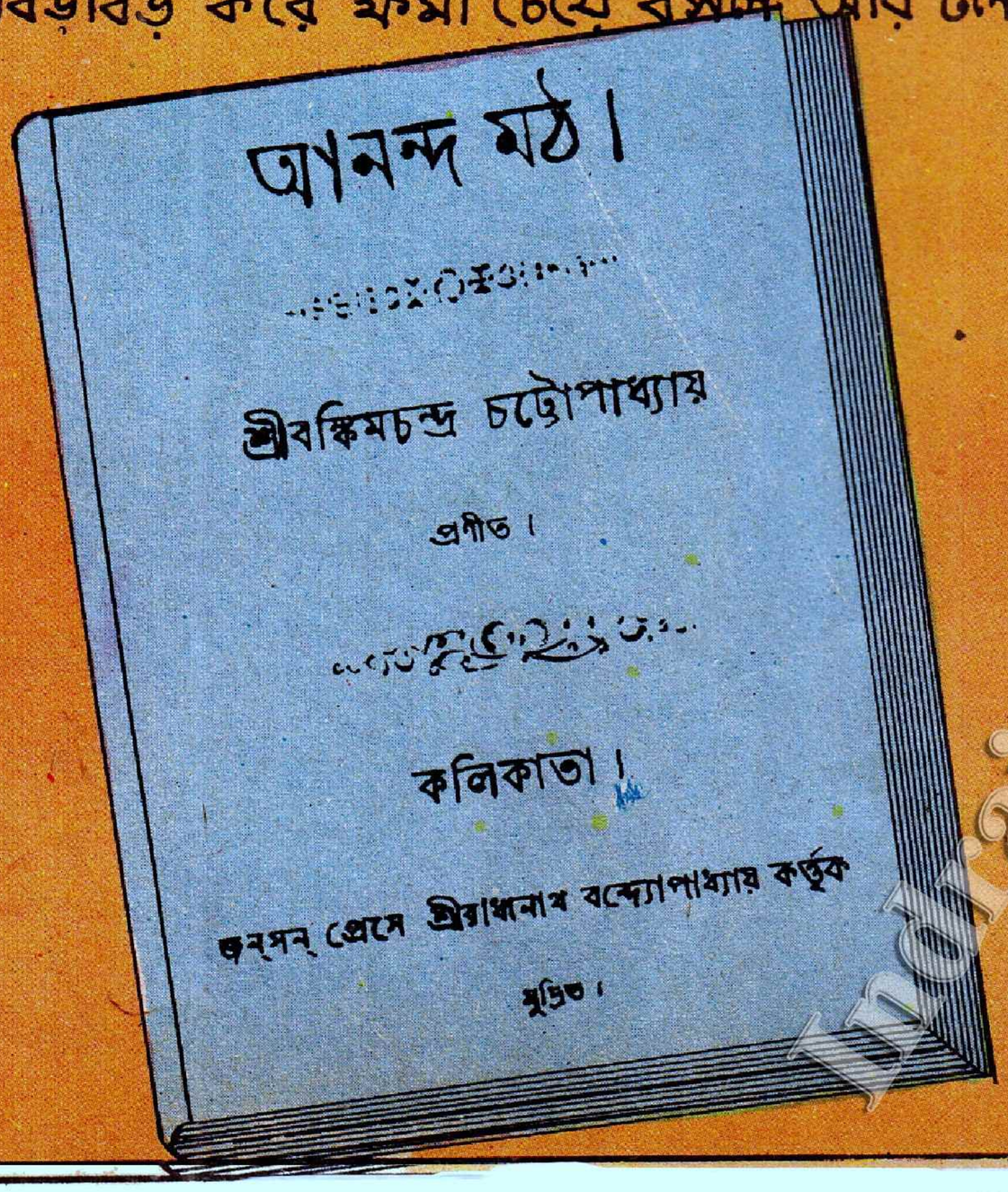

এই বাঙালী যুবকটি কে জান? কবি ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনিই দিয়েছিলেন আমাদের বন্দেমাতরম মন্ত্র-যে মন্ত্র আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। দুর্গেশনন্দিনী তাঁর প্রথম উপন্যাস। আর তিনি বাংলা উপন্যাসের জনক বলে সর্ব-পূজিত।

indrajal.blogspot.in

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৩৮ সালে কাঁটালপাড়া গ্রামের এক ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মেছিলেন। তাঁর বাবার নাম যাদবচন্দ্র আর মা'র নাম দুর্গাদেবী। অল্পবয়সেই তাঁর প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছিল। শোনা যায় তিনি মাত্র একদিনেই সমস্ত বর্নমালা শিখে ফেলে ছিলেন।
বঙ্কিম খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ও শ্রী যদুনাথ বসু ১৮৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক (বি.এ.) পরীক্ষায় সফল হবার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। পরে, ১৮৬৯ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে থাকাকালীন তিনি আইন পরীক্ষাতেও ডিগ্রী পেয়েছিলেন। ১৮৯৪ সালে আমাদের দেশকে অন্ধকার ক'রে এই মহাত্মার জীবনাবসান ঘটে।

VALMIKI'S RAMAYANA IS BELIEVED TO BE THE FIRST POETIC WORK WRITTEN IN SANSKRIT; IT IS, THEREFORE, REFERRED TO AS THE ADIKAVYA. IT IS SAID THAT BRAHMA ASSURED VALMIKI THAT "AS LONG AS THE MOUNTAINS STAND AND THE RIVERS FLOW, SO LONG SHALL THE RAMAYANA BE READ BY MEN."

THE IMMORTAL EPIC
OF VALMIKI NOW IN THE
AMAR CHITRA KATHA SERIES

AMAR
CHITRA
KATHA

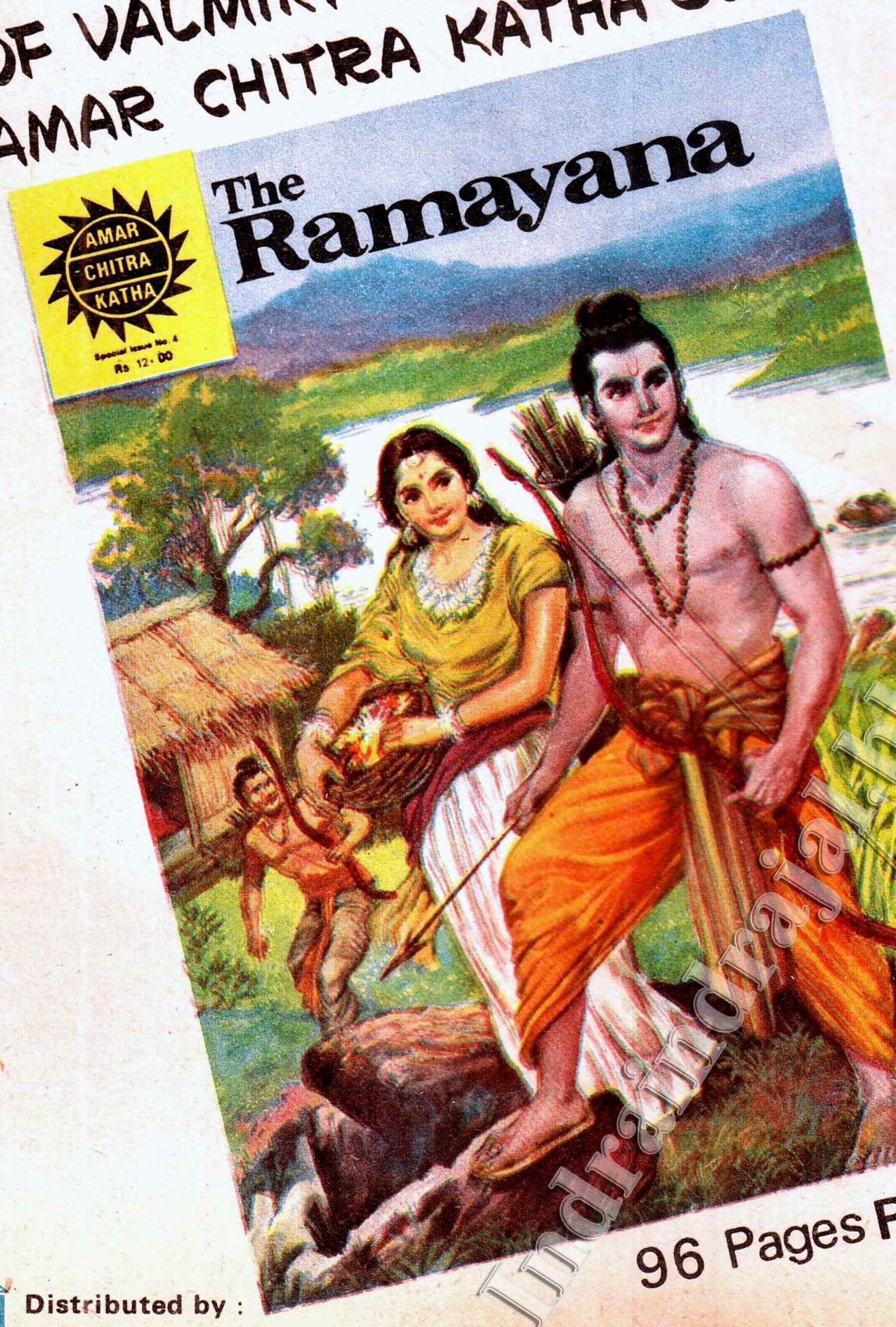

96 Pages Rs.12/–

Distributed by :
INDIA BOOK HOUSE

Indraindrajal.blogspot.in

অমর চিত্র কথা

—তোমাদের মনের মতো রঙীন বই

অমর চিত্রকথা

প্রকাশিত তালিকা

• পুরাণ

লবকুশ
মহীরাবণ
পরশুরাম
নলদময়ন্তী
মীরাবাঈ
ভীষ্ম
গীতা
লঙ্কার রাজা রাবণ
ভীম ও হনুমান
ইন্দ্র ও শিবি
গান্ধারী
সাবিত্রী
কর্ণ
হরিশ্চন্দ্র
বালী
কুম্ভকর্ণ
দুর্গা
ঘটোৎকচ
আরুণি ও উতঙ্ক
মহাভারত
সূর্য
গঙ্গা
নচিকেতা
ধ্রুব অষ্টবক্র
গণেশ
রামায়ণ
প্রহ্লাদ
কৃষ্ণের গল্প

• জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সূরদাস
জয়দেব
কবীর
তানসেন
রামশাস্ত্রী
জয়প্রকাশ
বাবাসাহেব আম্বেদকার
লোকমান্য তিলক
বুদ্ধ
বিদ্যাসাগর
মহাকবি কালিদাস
বাঘাযতীন
সুভাষচন্দ্র বোস
বিবেকানন্দ

• ইতিহাস

বিক্রমাদিত্য
রসিক বীরবল
অশোক
ঝাঁসির রাণী
টিপু সুলতান
শিবাজী
বালাদিত্য ও যশোধর্মণ
জাহাঙ্গীর
শিবাজী
রাণাপ্রতাপ
চাণক্য
বুদ্ধিমান বীরবল
তানাজী

• কিংবদন্তী

শকুন্তলা
কপালকুণ্ডলা
রাজসিংহ
কাদম্বরী
স্বর্গীয় কণ্ঠহার
অঙ্গুলিমালা
বাঘ ও কাঠঠোক্রা
ধাত্রীপান্না ও হাদিরাণী
আম্রপালী ও উপগুপ্ত
শ্রীদত্ত
চন্দ্রললাট
রত্নাবলী
পঞ্চতন্ত্র
আনন্দমঠ
দেবীচৌধুরানী
সাতরঙা রাজপুত্র
হিতোপদেশ
জাতকের গল্প

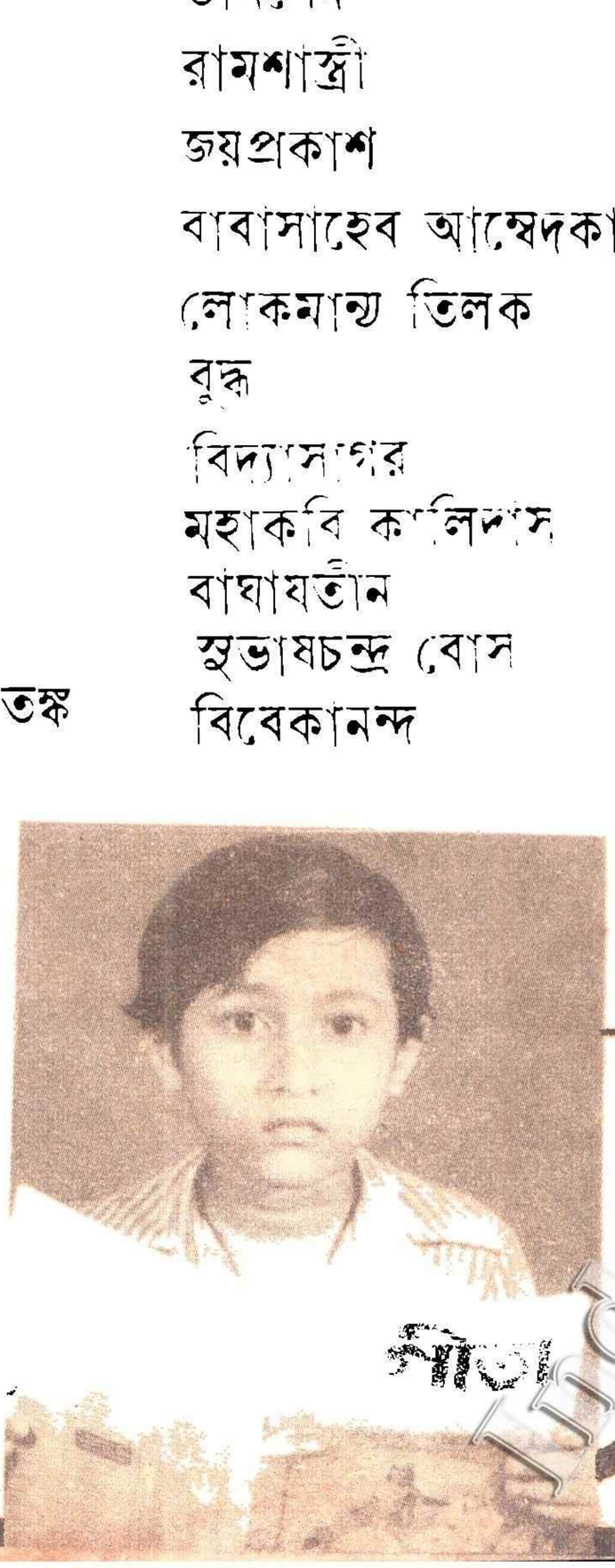

প্রতিখণ্ড 4.00 টাকা মাত্র

প্রকাশিতব্য:

শিবের গল্প
ভানুমতী
পদ্মিনী

বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক:

উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

Malay

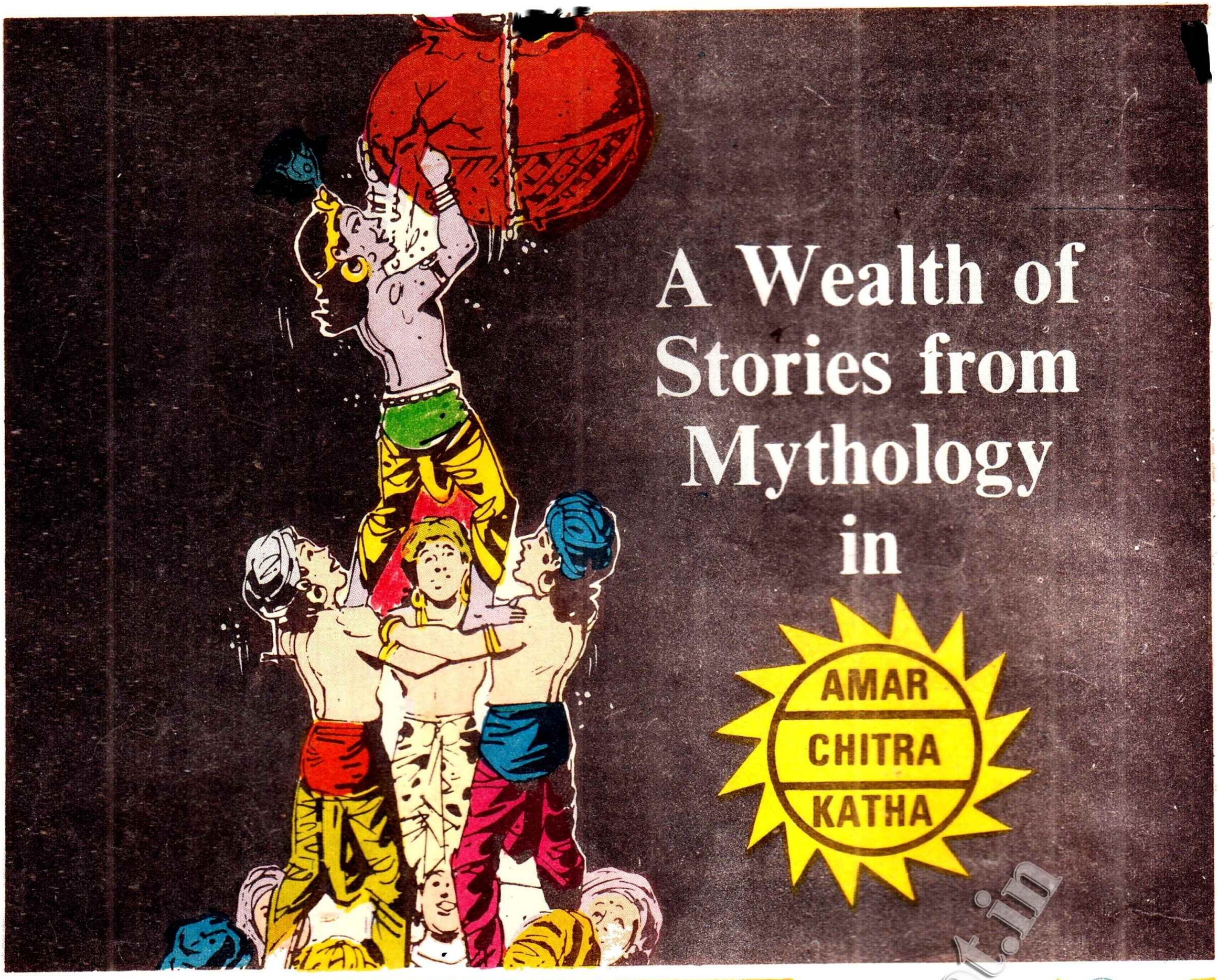

- 11 KRISHNA
- 13 THE PANDAVA PRINCES
- 14 SAVITRI
- 15 RAMA
- 16 NALA DAMAYANTI
- 17 HARISCHANDRA
- 18 THE SONS OF RAMA
- 19 HANUMAN
- 20 MAHABHARATA
- 26 KARNA
- 29 SHIVA PARVATI
- 34 BHEESHMA
- 35 ABHIMANYU
- 38 PRAHLAD
- 42 PARASHURAMA
- 58 SURYA
- 67 THE LORD OF LANKA
- 88 GANGA
- 89 GANESHA
- 111 SATI AND SHIVA
- 122 ANCESTORS OF RAMA
- 127 THE GITA
- 130 GARUDA
- 160 TALES OF VISHNU
- 176 TALES OF DURGA
- 273 THE CHURNING OF THE OCEAN
- 281 SHUNAHSHEPA
- 283 JAGANNATHA OF PURI
- 308 ANDHAKA
- 316 THE PARIJATA TREE

36 Pages in multicolour. A new title every fortnight !
Over 300 titles on sale. Rs. 4.00 per copy.

Distributed by:
IBH **INDIA BOOK HOUSE**
Bombay, Delhi, Calcutta,
Madras, Bangalore, Hyderabad,
Patna, Trivandrum, Chandigarh.